আগামী ২৮ জানুয়ারির মধ্যে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়া মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠক শেষে তিনি এ কথা জানান। 'বিশেষ পরিস্থিতিতে পরীক্ষা ছাড়াই' ফল প্রকাশ করতে আইন সংশোধনের প্রস্তাবে সম্ম বাণিজ্য চুক্তিতে মন্ত্রিসভা অনুসমর্থন দিয়েছে। পাশাপাশি ওই সভায় অনির্ধারিত আলোচনায় জানুয়ারিতে ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটের উৎপাদিত ভি

মন্ত্রিসভার ভার্চুয়াল এ বৈঠকে 'ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন অর্ডিনেন্স ১৯৬১ (সংশোধন)', 'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮' এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২০'-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে বলেন, অধ্যাদেশ জারি করে আগামী বুধ থেকে শনিবারের মধ্যে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা যায় কিনা, সেই প্রস্তাব তোলা হয়েছিল মন্ত্রিসভায়। 'আইনে বিধান আছে, পরীক্ষা নিয়ে রেজাল্ট দিতে হবে। যেহেতু এবার পরীক্ষা নেওয়া যায়নি, তাই ৭-১০ দিনের মধ্যে রেজাল্ট দিতে অধ্যাদেশ জারির প্রস্তাব করেছিল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। কিন্তু মন্ত্রিসভায় আলোচনার পর দেখা গেল, আর মাত্র সাত দিন পর সংসদ বসবে। পার্লামেন্ট যেহেতু অলরেডি কল করা হয়েছে... এটা যেহেতু একেবারেই কাছে... তাই মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত দিয়েছে, এটা অর্ডিন্যান্স করার দরকার নেই। এটা ভেটিং সাপেক্ষে সরাসরি অনুমোদন দেওয়া হলো, (অধিবেশনের) প্রথম দিনই এটা পুটআপ করে ২-৩ দিনের মধ্যে আইন করে যাতে ২৫, ২৬ বা সর্বোচ্চ ২৮ জানুয়ারির মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দেওয়া যায়, এটাই আজকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত এ বছর ১১টি শিক্ষা বোর্ডের ১৩ লাখ ৬৫ হাজার ৭৮৯ জন শিক্ষার্থীর এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। পরী করোনাভাইসের প্রকোপ বাড়তে শুরু করলে ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সিভিল কোর্টে বিচারকদের আর্থিক এখতিয়ার বাড়ল : এদিকে মন্ত্রিসভা 'দ্য সিভিল কোর্টস (অ্যামেনমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০২১'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনু কোর্টগুলোতে বিচারকদের আর্থিক এখতিয়ারের পরিমাণ বেড়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ বিষয়ে বলেন, 'সহকারী জজের আর্থিক এখতিয়ার (জমি ১৫ লাখ টাকা, জ্যেষ্ঠ সহকারী জজের চার লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ লাখ টাকা এবং আপিল শুনানির ক্ষেত্রে জেলা জজের এখতিয়ার পাঁচ হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'যুগ্ম-জেলা জজ অনধিক পাঁচ কোটি টাকা মূল্যমানের মূল মোকদ্দমায় প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশ হতে উদ্ভূত হাইকোর্ট বিভাগের আদালতে স্থানান্তরের বিধান রাখা হয়েছে। এটা আগে হাইকোর্টে যেতে হতো।' বর্তমান আইনে পাঁচ কোটি টাকার কোনো আপিল হলে হাইকোর্টে সেই আপিল শুনানি করতে পারবেন বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

বাংলাদেশ-ভুটানের বাণিজ্য চুক্তিতে সায় : এদিকে ভুটানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তিতে অনুসমর্থন দিয়েছে মন্ত্রিসভায়। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রিপরি